কালের কণ্ঠ

07 [illegible] 2013
১ ৫

পরীক্ষা-ভর্তি সব তছনছ

আজিজুল পারভেজ ও শরীফুল আলম সুমন ▶

'পরীক্ষার টেনশন আর ভালো লাগে না। কবে যে শেষ হবে! পরীক্ষার পর কত কিছু করব বলে প্ল্যান করেছিলাম, কিন্তু এখন কিছুই হবে না। এর জন্য আমরা কাকে কী বলব?' হতাশা ও ক্ষোভ নিয়ে বলছিল মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অদিতা। তার মতো লাখ লাখ শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবক রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়েছে। হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচির কারণে দিনের পর দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অভূতপূর্ব এই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে তারা। পরীক্ষার তারিখ বারবার পেছানোর পর এখন কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাটছাঁট করে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, অবরোধে পুরো শিক্ষাসূচিতেই বিপর্যয় নেমে এসেছে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে আজ (গতকাল শুক্রবার) থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পিএসসি পরীক্ষার কারণে অনেক ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

পরীক্ষা-ভর্তি সব তছনছ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিদ্যালয়ই তা নিতে পারেনি। আবার শুরু হচ্ছে অবরোধ। এতেও সব বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে না। এতে ওইসব বিদ্যালয়ের সব সূচিই পেছাতে হবে। এ ছাড়া অবরোধে জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল তৈরিতেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই অবরোধে সব স্থানে খাতা পাঠানো আবার শিক্ষকদের খাতা দেখে ফেরত পাঠানোটা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মোহিত কামাল কালের কণ্ঠকে বলেন, পরীক্ষার সময় এমনিতেই চাপ থাকে। সারা বছর একটি শিশুর সে চাপ সহ্য করা সম্ভব নয়। আর টেলিভিশনে শিশুরা যখন দেখছে গাড়ি পুড়ছে, ককটেল ফাটছে তা আরো বেশি সমস্যার সৃষ্টি করছে। এতে ওরা মানসিকভাবে আরো ভেঙে পড়ছে।

উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আছমা বেগম গতকাল বলেন, 'পরীক্ষা এক সপ্তাহ পর পর হলেও আমার মেয়েকে পড়ালেখার মধ্যেই থাকতে হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার আবদার ছিল আমার মেয়ের। সব সময়ই বলে এসেছি, বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে নিয়ে যাব। কিন্তু এখন কী বলব। আমার যে মেয়ে সব সময়ই হাশিখুশি থাকত, সে এখন মনমরা অবস্থায় থাকে।'

কয়েক দফা পরিবর্তনের পর প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) ও এবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা গতকাল শুক্রবার শেষ হলেও বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে অপেক্ষার শেষ হচ্ছে না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সব পরীক্ষা শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু বিরোধী দলের টানা অবরোধের কারণে রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই তাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার পরীক্ষা গ্রহণের পরিকল্পনা করেও এখন সফল হচ্ছে না। অবরোধ কর্মসূচির আওতায় শনিবারও পড়ে যাচ্ছে।

রাজধানীর নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, তাঁদের বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরুই করা যায়নি। শুক্রবার পরীক্ষা নেওয়ার চিন্তা করলেও শুক্রবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা থাকায় মাত্র কয়েকটি শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা গতকাল শুক্রবার থেকে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষার কারণে তা বাদ দিতে হয়। অন্যান্য পরীক্ষা কবে হবে তা রাজনৈতিক কর্মসূচি দেখে শিক্ষার্থীদের এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে।

মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রঞ্জিত কুমার নাথ গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এখনো তিন-চারটি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি আছে। কিন্তু শিশুদের ঝুঁকি কে নেবে। তাই বাধ্য হয়েই পরীক্ষা নেওয়া যাচ্ছে না। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে শিশুরা সাধারণত কয়েক দিনের ছুটি পায়। এবার তা-ও না পাওয়ায় তাদের মধ্যে মানসিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। সামনে এসএসসি। মডেল টেস্ট নেওয়া প্রয়োজন। তাও শুরু করতে পারছি না। ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।'

এদিকে অবরোধের কারণে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ পরীক্ষার্থী। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো পরীক্ষা থাকে। গতকাল শুক্রবার থেকে বেশ কিছু পরীক্ষার নতুন তারিখ নির্ধারণ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আবারও অবরোধের কারণে আজ শনিবার থেকে আগামী সোমবার পর্যন্ত সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার নতুন সূচি পরে জানানো হবে।

এদিকে রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও রাজনৈতিক কর্মসূচির জাঁতাকলে পড়ে কাটছাঁট করে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে। স্কলাস্টিকা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, সপ্তম শ্রেণীর ১০টি পাঠ্য বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণের সূচি ছিল ৮ থেকে ১৪ ডিসেম্বর। কিন্তু কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে বিরতিহীনভাবে তিন দিনে পাঁচটি বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নতুন সূচি ঘোষণা করেছে।